স্বর্ণের ডিম

- স্বর্ণের ডিম
- এক আশ্চর্যজনক সম্প্রদায়
- একটি রুটি দ্বারা জীবন ধারন
- শুধুমাত্র কবরের মাটিতেই পেট ভরবে

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

স্বর্ণের ডিম

আত্তারের দোয়া

হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই "**স্বর্ণের ডিম**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশ করিয়ে **তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশি বানাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার নিকটতম সেই হবে, যে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

(তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্বর্ণের ডিম

কোন ঘরে একটি আশ্চর্যজনক নাগিনী (Female cobra) থাকতো, যে প্রতিদিন একটি করে স্বর্ণের ডিম (Golden egg) দিতো। ঘরের মালিক ফ্রিতে সম্পদ পেয়ে খুবই খুশি ছিলো। সে পরিবারের সদস্যদের সতর্ক করে দিলো যে, এই বিষয়টি যেনো কাউকে না বলে। কয়েক মাস

যাবৎ এরূপ চলতে লাগলো। একদিন নাগিনীটি তার ছাগলকে দংশন (Bite) করলো আর দেখতে দেখতেই ছাগলটি মারা গেলো। পরিবারের সদস্যদের খুবই রাগ (Anger) হলো এবং তারা নাগিনীটিকে খুঁজতে লাগলো, যাতে তা মারতে পারে কিন্তু সেই ব্যক্তি এই বলে তাদের সান্তনা দিলো যে, "আমাদের নাগিনী থেকে অর্জিত স্বর্ণের ডিম ছাগলের দামের চেয়ে অনেক বেশি, সুতরাং চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।" কিছুদিন পর নাগিনীটি তার পোষা গাধাকে (Pet donkey) দংশন করলো এবং তাও সাথে সাথেই মারা গেলো। সেই লোভী লোকটি ঘাবড়ে গেলো কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আবারো লোভের নেশায় পড়ে গেলো আর বলতে লাগলো: "এই সাপটি আজ আমাদের আরেকটি পশু মেরে ফেলেছে, যাক কোন সমস্যা নাই, সে তো আর কোন মানুষের ক্ষতি করেনি।" পরিবারের সদস্যরা চুপ হয়ে গেলো। এরপর দু'বছর পর্যন্ত নাগিনীটি আর কাউকে দংশন করেনি, পরিবারের সদস্যরাও তাদের পশুদের কথা ভূলে গেলো। হঠাৎ একদিন আবারো নাগিনীটি তার গোলামকে দংশন করলো। সে বেচারা সাহায্যের জন্য তার মালিককে ডাকলো, কিন্তু তার মালিক তার নিকট আসার পূর্বেই বিষের (Poisin) প্রভাবে গোলাম মারা গেলো। এবার সেই লোভী

(Greedy) ব্যক্তিটি চিন্তিত হয়ে বলতে লাগলো: "এই নাগিনীর বিষ তো খুবই মারাত্মক, সে যাকে যাকে দংশন করেছে তারা সাথেসাথেই মারা গেছে, এবার কি সে আমার পরিবারের কাউকে দংশন করবে না তো!" সে কয়েকদিন এই চিন্তায় ছিলো, কিন্তু স্বর্ণের ডিমের চাকচিক্য আরো একবার তার চোখে পর্দা ফেলে দিলো আর সে এই ভেবে চুপ হয়ে গেলো যে, যদিও নাগিনীটির কারণে আমার ক্ষতি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু স্বর্ণের ডিমও তো পাচ্ছি।"

কিছুদিন পর নাগিনীটি তার ছেলেকে দংশন করলো। সাথে সাথে ডাক্তার ডাকা হলো কিন্তু সেও কিছু করতে পারলো না এবং তার ছেলেটি ছটফট করতে করতে মারা গেলো। যুবক সন্তানের মৃত্যু স্বামী স্ত্রীর উপর বজ্রপাতের ন্যায় পতিত হলো এবং সে ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলো: "এবার আমি এই নাগিনীটিকে জীবিত রাখবো না।" কিন্তু তা খুঁজে পেলো না। যখন কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন স্বর্ণের ডিম না পাওয়ার কারণে তার লোভী মন ব্যাকুল হয়ে গেলো, অতএব উভয় স্বামী স্ত্রী নাগিনীর গর্তের নিকট এলো, পরিস্কার করলো এবং সুগন্ধির ধোঁয়া দিলো (যেনো নাগিনকে সন্ধির প্রস্তাব দিলো)। আশ্চর্যজনক

ভাবে সে ফিরে এলো এবং তাদেরকে আবারো স্বর্ণের ডিম দিতে লাগলো। সম্পদের লোভ তাদেরকে অন্ধ করে দিলো এবং তারা তাদের সন্তান ও গোলামের মৃত্যুর কথা ভূলে গেলো। একদিন নাগিনীটি তার স্ত্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় দংশন করলো, কিছুক্ষণের মধ্যে সেও প্রাণ হারালো। এবার সেই লোভী ব্যক্তিটি একা হয়ে গেলো, তখন সে নাগিনীর ঘটনাটি তার ভাইদের এবং বন্ধুদের বললো। সবাই পরামর্শ দিলো: "তুমি অনেক বড় ভূল করেছো, এখনো সময় আছে সুধরে যাও এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই ভয়ঙ্কর নাগিনীটিকে মেরে ফেলো।" ঘরে ফিরে এসে সেই ব্যক্তিটি নাগিনীকে মারার জন্য ঘাপটি মেরে বসে রইলো। হঠাৎ সে নাগিনীর গর্তের পাশে একটি মূল্যবান মুক্তো দেখতে পেলো, যা দেখে তার লোভী অন্তর খুশি হয়ে গেলো। সম্পদের লালসা তাকে সবকিছু ভূলিয়ে দিলো, সে নিজেকে বলতে লাগলো: "সময় স্বভাবকে পরিবর্তন করে দেয়, হতে পারে সেই নাগিনীর স্বভাবও পরিবর্তন হয়ে গেছে, যেভাবে সে স্বর্ণের ডিমের পরিবর্তে এখন মুক্তো দিচ্ছে, তেমনিভাবে তার বিষও শেষ হয়ে গেছে হয়তো, সুতরাং আমার আর কোন বিপদ নেই।" এই ভেবে সে নাগিনীটি মারার ইচ্ছা ত্যাগ করলো। প্রতিদিন একটি মূল্যবান মুক্তো পাওয়াতে সেই লোভী ব্যক্তি খুবই খুশি

ছিলো আর নাগিনীর পুরোনো ধোকাবাজির কথা ভূলে গেলো। একদিন সে সমস্ত স্বর্ণ ও মুক্তো একটি পাত্রে রাখলো এবং তাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো। সেই রাতে নাগিনীটি তাকেও দংশন করলো। যখন সে চিৎকার করতে লাগলো তখন আশেপাশের লোকেরা সেখানে এলো আর তাকে বলতে লাগলো: "তুমি তাকে মারতে অলসতা করেছো এবং লোভে পড়ে নিজের প্রাণের ক্ষতি করলে।" লোভী ব্যক্তিটি লজ্জায় কিছুই বলতে পারলো না, সে স্বর্ণে ভরা পাত্রটি তার আত্মীয় ও বন্ধুদের দিয়ে আফসোস সহকারে বললো: "আজকের দিনে আমার নিকট এই সম্পদের কোন মূল্য নেই, কেননা এখন এগুলো অন্যের হয়ে যাবে এবং আমি খালি হাতে দুনিয়া থেকে চলে যাবো।" অতঃপর কিছুক্ষণ পর সেও মারা গেলো। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ৯৩৪ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সম্পদের লালসা হাসিখুশি একটি পরিবারকে উজাড় করে দিলো! লালসার দৃষ্টি সীমিত (Limited) হয়ে থাকে, যা শুধু সাময়িক উপকারকেই দেখে, যার কারণে সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিফল হয়ে যায়, যেমনটি এই ঘটনায় লোভী ব্যক্তিটিকে সম্পদের নেশা এমন মত্ত (Intoxicate) দিয়েছে

www.dawateislami.net

যে, সন্তান এবং স্ত্রীর মৃত্যুও তাকে হুঁশে ফিরিয়ে আনতে পারেনি এবং অবশেষে সেও মৃত্যু মূখে পৌঁছে গেলো।

দেখে হে ইয়ে দিন আপনি হি গাফলত কি বদৌলত
সাচ হে কেহ বুরে কাম কা আঞ্জাম বুড়া হে

লোভ কাকে বলে?

"অত্যধিক চাহিদার আকাঙ্ক্ষার নাম হলো লোভ এবং মন্দ লোভ হলো যে, নিজের অংশ পাওয়ার পরও অপরের অংশের লোভ করা। বা কোন জিনিসে মন না ভরা এবং সর্বদা বেশির আকাঙ্ক্ষা করাকে লোভ এবং লোভ করা ব্যক্তিকে লোভী বলে।" (মিরকাত, ৯/১১৯, ২য় অধ্যায়। মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৮৬)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিকৃষ্ট হলো সেই বান্দা, যার গাইড হলো লোভ, নিকৃষ্ট হলো সেই বান্দা, যাকে চাহিদা সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়, নিকৃষ্ট হলো সেই বান্দা, যার শখ ও আগ্রহ তাকে অপমানিত ও অপদস্ত করে দেয়। (তিরমিযী, ৪/৩০২, হাদীস ৬৫৪২)

লোভে ধ্বংসই ধ্বংস

জান্নাতী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একবার উপদেশ দিতে গিয়ে উচ্চস্বরে বলেন: হে

লোকেরা! লোভ (থেকে বেঁচে থেকো, কেননা এতে) তোমাদের জন্য ধ্বংসই রয়েছে। কেননা, এটি কখনোই শেষ হবেনা আর না তুমি তা পূরণ করতে পারবে।

(সিফতুস সাফওয়াত, ১/১০৩, নম্বর ৪৬)

আমরা লোভ থেকে বাঁচতে পারি না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লোভ এমন একটি বিষয়, যা দুগ্ধপোষ্য শিশু হোক বা যুবক, ১০০ বছরের বৃদ্ধ হোক বা মহিলা, অফিসার হোক বা শ্রমিক, গরীব হোক বা ধনী এর থেকে বাঁচা খুবই কঠিন, এটি আলাদা বিষয় যে, কারো আখিরাতের সাওয়াবের প্রবল আগ্রহ হয়ে থাকে, আবার কারো সম্পদের, কারো সম্মান ও প্রসিদ্ধির আর কারো সবার মাঝে নিজেকে আলাদা করে দেখানোর! মোটকথা লোভ কোন না কোন ভাবে আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকে।

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে সূরা নিসার **১২৮**নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ اُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর অন্তরকে লোভের নিকটবর্তী করে দেয়া হয়েছে।

"তাফসীরে খাযিনে" এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে: লোভ (Greed) অন্তরের অবিচ্ছেদ্য

অংশ, কেননা তা এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

(তাফসীরে খাযিন, ১/৭৩৪)

দু'টি জিনিস তরুণ থাকে

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায় অথচ তার দু'টি জিনিস তরুণ থাকে: সম্পদের লোভ আর বয়সের লোভ। (মুসলিম, ৫২১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৪৭)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এখানে সাধারন দুনিয়াদার মানুষই উদ্দেশ্য, যারা বার্ধক্যেও লোভী হয়ে থাকে, অনেক **আল্লাহর** বান্দা যৌবনেও লোভী থাকে না, তারা এই বিধান থেকে আলাদা, কিন্তু এরূপ সৌভাগ্যবান বান্দা খুবই কম, সাধারনত ঐ অবস্থায়ই, যা এখানে ইরশাদ হয়েছে। সাধারনত বৃদ্ধ লোক সম্পদ জমা করা, সম্পদ বৃদ্ধি করাতে খুবই ব্যস্ত থাকে, সর্বদা জীবনের দোয়া করিয়ে থাকে, যদি কেউ তাদের বদদোয়া করে তবে ঝগড়া করে, এটাই হলো সম্পদ ও বয়সের ভালবাসা। **লোভীর অন্তর হয়তো অল্পেতুষ্টতায় পূর্ণ হবে নয়তো কবরের মাটি দ্বারা।**

(মিরআত, ৭/৮৮)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

লোভ তিন প্রকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারনত এটাই মনে করা হয় যে, লোভের সম্পর্ক শুধুমাত্র **"ধন ও সম্পদ"** এর সাথেই, অথচ এমন নয়, কেননা লোভ তো কোন জিনিসের আরো চাহিদার নাম এবং সেই জিনিস যে কোন কিছুই হতে পারে, সম্পদ হোক বা অন্য কিছু! অতএব আরো সম্পদের আকাঙ্ক্ষা কারীকে **"সম্পদের লোভী"** বলবো, অধিক খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কারীকে **"খাবারের লোভী"** বলা হবে এবং নেকী বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা কারীকে **"নেকীর প্রতি প্রবল আগ্রহী"** আর গুনাহের বোঝা বৃদ্ধি কারীকে **"গুনাহের লোভী"** বলা হবে। সকল লোভ মন্দ নয়, মৌলিকভাবে লোভ তিন প্রকার: (১) ভাল লোভ (২) মন্দ লোভ (৩) মুবাহ লোভ।

(১) **ভাল লোভ: আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য কৃত নেক আমল اِنْ شَآءَ الله মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, অতএব **নেকীর লোভ** (প্রতি প্রবল আগ্রহ) পছন্দণীয় বিষয়, যেমন; ফরয নামাযের পাশাপাশি নফলের লোভ (আগ্রহ), ফরয রোযার পাশাপাশি নফল রোযার আধিক্যের লোভ (আগ্রহ), যাকাতের পাশাপাশি নফল সদকা ও খয়রাত **আল্লাহ**র পথে দেয়ার লোভ (আগ্রহ), তিলাওয়াত, **আল্লাহ**র যিকির, দরূদে পাক ইত্যাদি নেকীর করার লোভ (আগ্রহ) ভাল।

www.dawateislami.net

(২) **মন্দ লোভঃ** যেখনিভাবে গুনাহ করা নিষেধ, তেমনিভাবে গুনাহের কাজের লোভও নিষেধ। যেমন; মন্দ কাজ ঘুষ, চুরি, কুদৃষ্টি, সিনেমা নাটক দেখা, গান বাজনা শুনা, মদপান করা, জুয়া খেলা, গীবত, অপবাদ, চোগলখুরী, গালি দেয়া, কুধারনা পোষণ করা, মানুষের দোষত্রুটি অন্বেষণ করা আর তা প্রকাশ করা ইত্যাদি আরো অন্যান্য গুনাহের লোভ নিন্দনীয়।

(৩) **মুবাহ লোভঃ** মুবাহ অর্থ হলো, ঐ আমল, যা করা না করা একই। তবে যদি সেই মুবাহ কাজের পূর্বে ভাল নিয়্যত করে নেয়া হয় তবে সেই মুবাহ কাজও সাওয়াবের কাজ হয়ে যায়। মুবাহ লোভের উদাহরণ হলোঃ পানাহার, ঘুমানো, সম্পদ জমা করা, উন্নত মানের বাড়ি বানানো, নিত্য নতুন পোশাক পরিধান করা এবং অন্যান্য আরো অনেক কাজ রয়েছে, যা মুবাহ, যার আধিক্যের আকাঙ্ক্ষা হলো **মুবাহ লোভ**।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের শুধুমাত্র ঐসকল কাজের লোভ (আকাঙ্ক্ষা) করা উচিৎ, যাদ্বারা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের উপকার অর্জিত হবে এবং তা নেকীর (আকাঙ্ক্ষা) লোভেই হতে পারে। আর মন্দ লোভে পুরোপুরিই ক্ষতি, কেননা তা আমাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে

দিতে পারে এবং মুবাহ লোভ (অর্থাৎ জায়িয বিষয়ের লোভ) যদিও গুনাহ নয়, কিন্তু তা গুনাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে, যেমনটি যে ব্যক্তি সম্পদ অর্জনের লোভী হয়ে যায় তবে সাধারনত সে হালাল ও হারাম উপায়ের তোয়াক্কা না করেই সম্পদ উপার্জন করতে লেগে যায় এবং সম্পদ বিক্রি করতে মিথ্যা, ধোকা, প্রতারণা ইত্যাদি কয়েক ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়।

"**জান্নাতী জেওর**" কিতাবে বর্ণিত রয়েছেঃ লোভ ও লালসার প্রেরণা আহার, পোশাক, ঘর, মালামাল, সম্পদ, সম্মান, প্রসিদ্ধি, মোটকথা প্রতিটি নেয়ামতেই হয়ে থাকে। যদি লালসার প্রেরণা কোন মানুষের মাঝে বৃদ্ধি পায় তবে সেই মানুষ বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক ও নিলজ্জ কাজে পড়ে যায় এবং বড় বড় গুনাহেও ভীত হয়না। বরং সত্য বলতে তো লোভ ও চাহিদা এবং লালসা আসলে হাজারো গুনাহের মূল, এ থেকে **আল্লাহ পাকের** নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিৎ। (জান্নাতী যেওর, ১১১ পৃষ্ঠা)

দৌলত কি হিরস দিল সে আল্লাহ দূর কর দেয়
ইশকে রাসূল দেয় দেয়, কর ইয়ে দোয়া রহে হে
তাকসিরে মাল ও যর কি হারগিয নেহী তামান্না
হাম মাঙ্গ আ'প সে ব্যস, গম আ'প কা রহে হে

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মানসিকতা বানিয়ে নিন যে, আমরা শুধুমাত্র নেকীর লোভী (আকাঙ্ক্ষী) হবো, নেকী আর শুধু নেকীই করা উচিৎ। **আল্লাহ পাকের সত্য নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এর প্রতি লোভ (আকাঙ্ক্ষা) করো, যা তোমাকে উপকৃত করবে। **(মুসলিম, ২৩৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৬৬২)**

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে অধিকহারে লোভ (আকাঙ্ক্ষা) করো এবং এর প্রতিদানের লালসা রাখো কিন্তু এই ইবাদতেও নিজের চেষ্টার প্রতি ভরসা করার পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের** নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো।

(শরহে সহীহ মুসলিম লিন নববী, ৬১তম অংশ, ৫১২ পৃষ্ঠা)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মনে রাখবেন, দুনিয়াবী বিষয়ে অল্পেতুষ্টতা ও ধৈর্যধারন করা উত্তম কিন্তু আখিরাতের বিষয়ে লোভ (আকাঙ্ক্ষা) ও ব্যাকুল হওয়া উত্তম, দ্বীনের যেকোন মর্যাদায় পৌঁছে অল্পেতুষ্টতা করো না, সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করো।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/২১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক আশ্চর্যজনক সম্প্রদায়

বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা যুলকারনাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করেন, তখন দেখলেন তাদের নিকট দুনিয়াবী সম্পদের নামও ছিলো না, তারা অনেক কবর খনন করে রেখেছিলো, সকাল বেলা তা পরিস্কার করতো এবং নামায আদায় করতো অতঃপর শুধু সবজী খেয়ে পেট ভরে নিতো, কেননা সেখানে কোন প্রাণী ছিলো না যে, তাদরে মাংস খাবে। হযরত সায়্যিদুনা যুলকারনাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের সাধাসিধে জীবনধারন দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের সর্দারকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমি তোমাদেরকে এমন অবস্থায় দেখেছি, যে অবস্থায় অন্য কোন সম্প্রদায়কে দেখিনি, এর কারণ কি? তোমাদের নিকট দুনিয়ার কোন কিছুই নেই এবং স্বর্ণ ও রূপা দ্বারাও কোন উপকার গ্রহন করো না! সর্দার বলতে লাগলো: আমরা স্বর্ণ ও রূপাকে এই কারণেই খারাপ মনে করি যে, যার নিকট সামান্য পরিমাণও স্বর্ণ বা রূপা এসে যায়, তারা এর পেছনে দৌঁড়াতে থাকে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কবর কেন খনন করো? আর যখন সকাল হয় তখন তা পরিস্কার করো এবং সেখানে নামায পড়ো। বললো: এই কারণেই যে, যদি আমাদের দুনিয়ার কোন লোভ

ও অভিলাস হয়ে গেলে তবে কবর দেখে আমরা তা থেকে বিরত থাকি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের খাবার শুধুমাত্র সবজী কেন? তোমরা পশু কেন পালন করোনা, যাতে তাদের দুধ সংগ্রহ করতে পারো, তাদের উপর আরোহন করতে পারে এবং তাদের মাংস খেতে পারো? সর্দার বললো: এই সবজী দ্বারা আমাদের চলে যায় এবং মানুষের জীবন ধারনের জন্য এতটুকু জিনিসই যথেষ্ট এবং এমনিতেই কণ্ঠনালী নিচে গিয়ে সবকিছুই একই রকম হয়ে যায়, এর স্বাদ পেটে অনুভব হয় না। হযরত সায়্যিদুনা যুলকারনাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার এই প্রজ্ঞাময় কথা শুনে তাকে প্রস্তাব দিলো: আমার সাথে চলো, আমি তোমাকে আমার উপদেষ্টা (Advisor) বানাবো এবং আমার সম্পদের অংশীদারও বানাবো। কিন্তু সে এই বলে অপারগতা প্রকাশ করলো যে, আমি এই অবস্থাতেই খুশি। অতএব হযরত সায়্যিদুনা যুলকারনাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখান থেকে ফিরে আসলেন। **(তারিখে মদীনা দামেশক, ১৭/৩৫৫)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

না হো আতা উস কো মাল ও দৌলত
না দিজিয়ে আত্তার কো হুকুমত
ইয়ে তেরা তালিব হে জানে রহমত
নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমাদের করুণ অবস্থা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ার প্রতি মন ও প্রাণ দিয়ে ভালবাসা থাকা এবং আখিরাতে প্রতি আসক্তি কমে যাওয়ার কারণে মুসলমানদের অধিকাংশই **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, পক্ষান্তরে গুনাহ এবং অহেতুকতার লোভে আনন্দিত হচ্ছে। আফসোস, শত কোটি আফসোস! বর্তমানকার যুবকরা লাইনে দাঁড়িয়ে দামী টিকেট কিনে সারারাত গুনাহের প্রোগ্রাম দেখতে প্রস্তুত কিন্তু নামায আদায় করতে কয়েক মিনিটের জন্য মসজিদে যেতে প্রস্তুত নয়। ঘন্টার পর ঘন্টা রিমোট হাতে নিয়ে সিনেমা দেখার সময় আছে কিন্তু **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন করা, নিজের আখিরাতকে সজ্জিত করা এবং ইলমে দ্বীন শিখার জন্য **আল্লাহ**র পথে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য বিভিন্ন বাহানা বানাতে থাকে। রূপক প্রেমকে উদ্বুদ্ধকারী অশ্লিল

উপন্যাস পড়ার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা সময় আছে আর কুরআনে করীম তিলাওয়াত করতে ইচ্ছা করে না বরং সত্যি কথা হলো যে, বিশুদ্ধভাবে কোরআনে করীম পড়তেই পারে না আর শিকার আগ্রহও নেই। খারাপ বন্ধুদের খারাপ সহচর্যে ঘন্টার পর ঘন্টা নিজের সময় নষ্ট করার জন্য সময় আছে কিন্তু আশিকানে রাসূলের সহচর্যে বসে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত শিখার সময় নেই। মৃত্যু আসার পূর্বেই অবশিষ্ট জীবনকে গণিমত মনে করে দ্রুত সমস্ত গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করে নিন এবং নেকী করতে লেগে যান।

ওহ হে ইশক ও ইশরত কা কোয়ী মাহাল ভি
জাহাঁ তাক মে হার ঘড়ি হো আজাল ভি
ব্যস আব আপনে ইস জাহাল সে তো নিকাল ভি
ইয়ে জি'নে কা আন্দায আপনা বদল ভি
জাগা জি লাগানে কি তামাশা নেহী হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর লোভ (আগ্রহ) বৃদ্ধির পদ্ধতি

হে আশিকানে রাসূল! সম্পদ ও আরাম আয়েশ আসা যাওয়ার বস্তু, নেকীর লোভ (আগ্রহ) করুন এবং নিজের এরূপ মানসিকতা বানান যে, আমার নিকট সম্পদের আধিক্য

হোক বা না হোক, নেকীর আধিক্য অবশ্যই হওয়া উচিৎ। নেককার হওয়ার এবং নেকীর প্রতি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করতে **আল্লাহ** ওয়ালাদের ঘটনাবলী পাঠ করুন:

ইবাদতের উচ্চতর উদাহরণ

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা সাফওয়ান বিন সুলাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পায়ের গোড়ালী নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ফুলে গিয়েছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এতবেশি ইবাদত করতেন যে, যদি তাঁকে বলে দেয়া হতো যে, কাল কিয়ামত, তবুও আরো কিছু ইবাদত বৃদ্ধি করতে পারতেন না (অর্থাৎ তাঁর নিকট ইবাদত বৃদ্ধি করার জন্য কোন সুযোগ ছিলো না)। যখন শীতের দিন আসতো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাড়ির ছাদে শুয়ে থাকতেন, যাতে ঠান্ডা তাঁকে জাগিয়ে রাখে এবং যখন গরমের দিন আসতো তখন কক্ষের ভেতর আরাম করতেন যাতে গরম এবং কষ্টের কারণে ঘুম না আসে, তাঁর ইন্তিকাল সিজদা অবস্থায় হয়েছিলে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দোয়া করতেন: হে **আল্লাহ**! আমি তোমার সাক্ষাতকে পছন্দ করি, তুমিও আমার সাক্ষাতকে পছন্দ করিও। **(ইত্তিহাফুস সাআদাতিল মুত্তাকীন, ১৩/২৪৭,২৪৮)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মে সাত জামাআত কি পড়ো সারি নামাযেঁ
আল্লাহ! ইবাদত মে মেরে দিল কো লাগা দেয়

লোভের প্রতিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত সম্পদের লোভেরই আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে এবং এই লোভের কারণে অন্যান্য আরো কয়েক প্রকারের লোভ সৃষ্টি হয়ে যায়, যদি সম্পদের লোভ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নেয়া যায়, তবে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা, আরাম ও প্রশান্তিময় জীবন অতিবাহিত করার অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। সম্পদের লোভের সবচেয়ে বড় প্রতিকার হলো "অল্পেতুষ্ট" হওয়া, অতএব শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই বাতেনী রোগের প্রতিকার হলো **"ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টি"** অর্থাৎ যা কিছু **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে বান্দার অর্জিত হয়, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং এই বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ়তা অর্জন করা যে, মানুষ যখন মায়ের পেটে থাকে, তখন ফিরিশতারা **আল্লাহ পাকের** আদেশে মানুষের চারটি বিষয় লিখে দেন।

মানুষের বয়স, মানুষের রিযিক, মানুষের সৌভাগ্য, মানুষের দূর্ভাগ্য, এটাই মানুষের লিখিত (Written) তাকদীর। যতই মাথা টুকো কিন্তু তাই পাবে, যা তাকদীরে লেখা হয়েছে, নফস যদি এদিক সেদিক লাফাতে চায় তবে ধৈর্যধারন করে নফসের লাগাম টেনে ধরুন। এভাবেই ধীরে ধীরে অন্তরে অল্পেতুষ্টির নূর ঝলমল করে উঠবে এবং লোভ ও লালসার অন্ধকার মেঘ কেটে যাবে। (জান্নাতী যেওর, ১১১ পৃষ্ঠা)

লোভের প্রতিকার ও অল্পেতুষ্টির নেয়ামত অর্জনে এবং এর ফযীলত জানার জন্য এব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল পাঠ করুন এবং লোভকে পিছু ছাড়ানোর চেষ্টা করুন:

অল্পেতুষ্টির শাব্দিক অর্থ

যথেষ্ট মনে করা। ধৈর্যধারন করা। সামান্য কিছুতেই সন্তুষ্ট এবং খুশি থাকা, যা পায় তাতে চালিয়ে নেয়া, অধিক চাওয়া ও লোভ থেকে বেঁচে থাকাকে অল্পেতুষ্টি বলে।

(ফরহাঙ্গে আসফিয়া, ৩/৪০০)

অল্পেতুষ্টির দু'টি সংজ্ঞা

(১) **আল্লাহ পাকের** বন্টনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাকে অল্পেতুষ্টি বলা হয়। (আত তারিফাতে লিল জুরজানি, ১২৬ পৃষ্ঠা)

(২) হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আলী তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অল্পেতুষ্টি হলো, মানুষের ভাগ্যে যে রিযিক লিখা আছে, তাতে তার নফস সন্তুষ্ট থাকা।

(আর রিসালাতু কুশাইরিয়া, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাঁচটি বাণী

(১) **আল্লাহ পাক** পরহেযগার, অল্পেতুষ্ট এবং অবিখ্যাত বান্দাকে পছন্দ করেন। (মুসলিম, ১৫৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৯৬৫) (২) অল্পেতুষ্টি এমন এক ধনভান্ডার, যা কখনোই শেষ হয়না। (কিতাবুয যুহুদ লিল বায়হাকী, ৮৮ পৃষ্ঠা, নম্বর ১০৪) (৩) ঐ ব্যক্তি সফল হবে, যে মুসলমান ও পর্যাপ্ত পরিমাণে রিযিক দেয়া হলো আর **আল্লাহ পাক** তাকে যা দিয়েছে, তাতে সন্তুষ্টিও দিয়েছেন। (মুসলিম, ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৫০১) (৪) মুমিনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হলো অল্পেতুষ্ট ব্যাক্তি আর নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো লোভী। (ফেরদৌসুল আখবার, ১/৫৬৩, হাদীস ৭০৭২) (৫) ধনী সে নয়, যার নিকট অধিক পরিমাণে সম্পদ রয়েছে, বরং ধনী তো হলো সেই, যার নফস ধনী। (মুসলিম, ৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৫১)

হিরস যিল্লত ভরী ফকীরি হে
জু কানাআত করে, তাওয়াঙ্গার হে

একটি রুটি দ্বারা জীবন ধারন

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খোরাসানের সম্পদশালী লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। একদিন তিনি প্রাসাদ থেকে বাইরে দেখছিলেন, হঠাৎ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, যার হাতে রুটির একটি টুকরো ছিলো, যা সে খাচ্ছিলো, এরপর সে ঘুমিয়ে পড়লো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন গোলামকে বললেন: "যখন এই ব্যক্তি জাগ্রত হবে তখন তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে।" অতএব সে জাগ্রত হলে গোলাম তাকে তাঁর নিকট নিয়ে এলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "হে ব্যক্তি! রুটিটি খাওয়ার সময় কি তুমি ক্ষুধার্ত ছিলে?" সে আরয করলো: "জি হ্যাঁ!" জিজ্ঞাসা করলেন: "এই রুটিতে কি তোমার ক্ষুধা মিটেছে?" আরয করলো: "জি হ্যাঁ!" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আবারো জিজ্ঞাসা করলেন: "রুটি খাওয়ার পর তোমার কি ভালভাবে ঘুম এসেছিলো?" আরয করলো: "জি হ্যাঁ!" তার এই কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মনে মনে ভাবলেন, "একটি রুটি দ্বারাও যখন জীবন ধারন হতে পারে তবে আমি এত দুনিয়া নিয়ে কি করবো!" **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/৫৯১)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাল ও দৌলত কি দোয়া হাম না খোদা করতে হে
হাম তো মরনে কি মদীনে মে দোয়া করতে হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

অল্পেতুষ্টতা অর্জন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অল্পেতুষ্টতার নেয়ামত অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করেন, যার সারাংশ কিছুটা এরূপ: অল্পেতুষ্টতা তিনটি বিষয়ের মাঝে রয়েছে: (১) ধৈর্য (২) ইলম তথা দ্বীনি জ্ঞান ও (৩) আমল।

(১) প্রথম বিষয়টি হলো আমল অর্থাৎ জীবিকা অর্জনে মধ্যম পন্থা এবং ব্যয় বাঁচানো, যে ব্যক্তি অল্পেতুষ্টতার সম্মান চায়, তার উচিৎ যে, কম ব্যয় করা। হাদীসে পাকে ইরশাদ হচ্ছে: اَلتَّدْبِيْرُ نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ **অনুবাদ:** কৌশল অবলম্বন করা অর্ধেক জীবিকা। (২) দ্বিতীয় বিয়ষটি হলো, চাহিদা কম করা, যাতে সে অন্য কোন অবস্থায়ও প্রয়োজনের খাতিরে চিন্তিত না হয়। (৩) তৃতীয়টি হলো, সে যেনো এই বিষয়টি জেনে নেয় যে, অল্পেতুষ্টিতেই সম্মান রয়েছে এবং অন্যের নিকট চাওয়া থেকে বেঁচে থাকা যায়, পক্ষান্তরে লোভ ও লালসায় অপমানই অপমান, ব্যস এভাবে চিন্তা ভাবনা করে এর (লোভ) থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিন। (ইহইয়াউল উলুম, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

দৌলতে দুনিয়া সে বে রগবত মুঝে কর দিজিয়ে
মেরী হাজত সে মুঝে যায়িদ না কর মালদার

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২১৮ পৃষ্ঠা)

লোভের আরো একটি প্রতিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, লোভ ও লালসার অভিশাপকে পিছু ছাড়াতে এবং অল্পেতুষ্টতার দৌলত অর্জনের জন্য **আল্লাহ পাকের** দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করুন।

শুধুমাত্র কবরের মাটিতেই পেট ভরবে

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি মানুষের জন্য সম্পদের দু'টি উপত্যকা থাকে তবে সে তৃতীয় উপত্যকার আকাঙ্ক্ষা করবে আর মানুষের পেট তো শুধুমাত্র মাটি দ্বারাই পূর্ণ হতে পারে আর যে ব্যক্তি তাওবা করে **আল্লাহ পাক** তার তাওবা কবুল করে নেন।

(মুসলিম, ৫২২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৫০)

সেটজি কো ফিকির থি এক এক কে দস দস কিজিয়ে
মউত আ'পৌহচে কেহ মিস্টার জান ওয়াপেস কিজিয়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কারো মুখাপেক্ষী হয়ো না

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন

ওয়াসেয়ে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শুকনো রুটি পানিতে ভিজিয়ে খেতেন আর বলতেন: যে ব্যক্তি এতেই তুষ্ট হয় তাকে কারো মুখাপেক্ষী হতে হয়না। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/২৯৮)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجا هِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: বিলাসিতা কিছু সময়ের হয়ে থাকে, যা অতিবাহিত হয়ে যাবে এবং কয়েকদিন পর অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে। নিজের জীবনে অল্পেতুষ্টতা অবলম্বন করুন, সন্তুষ্ট থাকবেন এবং নিজের চাহিদাকে নিঃশেষ করে দিন, স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত হবে, অনেক মৃত্যু স্বর্ণ, পান্না এবং মুক্তোর কারণ (ডাকাতের মাধ্যমে) হিসাবে আসে। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/২৯৮)

মনে রাখবেন! পরিশ্রম উভয়ের মাঝেই রয়েছে, লোভেও এবং অল্পেতুষ্টতায়ও, একটি পরিণাম ধ্বংস অপরটির পরিণাম উন্নতি! আপনি কোনটা চান? এই সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। যে ব্যক্তি অল্পেতুষ্ট হবে اِنْ شَآءَ الله সুখ ও সাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করবে। যার মনে দুনিয়ার লোভ যতবেশি হবে, ততই জীবেন বিস্বাদ বৃদ্ধি পাবে।

কান ধরকে সুন! না বননা তু হারিসে মাল ও যর!
কর কানাআত এখতিয়ার এ্যয় ভাই থোড়ে রিযিক পর

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাণী সমগ্র

১. আরামে জীবন অতিবাহিত করতে চান তবে নিজের অন্তর থেকে লালসাকে বের করে দিন।
২. যদি শিক্ষক অল্পেতুষ্ট হয় তবে তার ছাত্ররাও লালসা থেকে বেঁচে থাকবে।
৩. নিজের দারিদ্রতা ও অভাবের প্রতি ভেবো না, কেননা এব্যাপারে ভাবতে থাকা তোমার দুঃখকে আরো বৃদ্ধি এবং লোভকে আরো প্রবল করবে।
৪. লালসা ও লোভকে অবলম্বন করো না, কেননা তুমি সবার চেয়ে বড় হতে পারবে না।
৫. লোভের কারণে রোজগার বৃদ্ধি পায়না, কিন্তু বান্দার মূল্য কমে যায়।
৬. অল্পেতুষ্টতা একটি নেয়ামত আর অল্পেতুষ্টতার চেয়ে বড় কোন সম্রাজ্য নেই।
৭. যা কিছু রয়েছে তার উপর তুষ্ট হোন, জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হাজার বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম আমল

হযরত সায়্যিদুনা আবু সোলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে (জায়িয) ইচ্ছা পূরণ করার সামর্থ্য অর্জিত হয় না, সেটা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অনুশোচনায় দরিদ্র ব্যক্তির মুখ হতে বের হওয়া "আহ" সম্পদশালী ব্যক্তির হাজার বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

(ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৬০২ পৃষ্ঠা)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০৩৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net